সূচিপত্র

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
i.	প্রাথমিক মূল্যায়ন	১
ii.	বিগত বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ	৩
	অধ্যায়-০১ (নৈতিকতা)	
০১	নৈতিকতার ধারণা ও সংজ্ঞা	৫
০২	নৈতিকতার উৎস ও প্রকৃতি	৬
	অধ্যায়-০২ (মূল্যবোধ)	
০১	মূল্যবোধের ধারণা ও সংজ্ঞা	৯
০২	মূল্যবোধের উৎস, বৈশিষ্ট্যাবলি, উপাদান ও শ্রেণিবিভাগ	১০
০৩	মূল্যবোধের গুরুত্ব, প্রভাব ও শিক্ষা	১২
০৪	সংস্কৃতি, আইনের সংজ্ঞা ও ধারণা	১৩
	অধ্যায়-০৩ (সুশাসন)	
০১	সুশাসনের ধারণা ও সংজ্ঞা	১৯
০২	সুশাসনের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য	২২
০৩	মূল্যবোধ ও সুশাসনের সম্পর্ক	২৩
০৪	জাতীয় উন্নয়নে সুশাসনের প্রভাব	২৩
০৫	ই- গভর্নেন্স	২৪
০৬	সুশাসনের কতিপয় টুলস	২৬
০৭	গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সুশাসন	২৭

ক্র. নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০৮	সুশাসনের অভাব সংক্রান্ত সমস্যা	২৮
০৯	নারী ও শিশুর অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ	২৯
১০	স্বাধীনতা, সাম্য ও বিপরীত বৈষম্য	২৯
১১	অধিকার, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য	৩১
১২	নেতৃত্বের ধারণা ও সম্মোহনী নেতৃত্ব	৩৪
১৩	জনমত ও আমলাতন্ত্র	৩৫
১৪	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন সম্পর্কিত সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহ	৩৭
	অধ্যায়-০৪ (দার্শনিক ও দার্শনিক তত্ত্ব)	
০১	দার্শনিক পরিচিতি	৪২
০২	দার্শনিক তত্ত্ব	৪৭
iii.	**মডেল টেস্ট (১-৫)**	৫০
	বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাস ও সূচিপত্র	
Definition of Values and Good Governance		৯, ১৯
Relation between Values and Good Governance		২৩
General Perception of Values and Good Governance		২০
Importance of Values and Good Governance in the life of an individual as a citizen as well as in the making of society and national ideals		১২, ২৩
Impact of Values and Good Governance in national Development		২৩
How the element of Good Governance and Values can be established in society in a given social context		১২, ২৩
The Benefit of Values and Good Governance and the cost society pays adversely in their absence		১২, ২৮

অধ্যায় ০২
মূল্যবোধ

বিগত বিসিএস প্রিলিমিনারি প্রশ্নের আলোকে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ

পরিচ্ছেদ	টপিক	গুরুত্ব	বিসিএস পরীক্ষা
২.১	মূল্যবোধের ধারণা ও সংজ্ঞা	✪✪✪	৪৪, ৪০, ৩৮, ৩৭ ও ৩৫তম বিসিএস
২.২	মূল্যবোধের উৎস, বৈশিষ্ট্যাবলি, উপাদান ও শ্রেণিবিভাগ	✪✪✪	৪৫, ৪৪, ৪৩, ৪১, ৪০, ৩৬ ও ৩৫তম বিসিএস
২.৩	মূল্যবোধের গুরুত্ব, প্রভাব ও শিক্ষা	✪✪	৪১, ৩৮ ও ৩৬তম বিসিএস
২.৪	সংস্কৃতি, আইনের সংজ্ঞা ও ধারণা	✪✪	৩৮তম বিসিএস

বিগত বছরের BCS প্রিলি পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। ভালো-মন্দ কোন ধরনের মূল্যবোধ? [৪৫তম বিসিএস]
(ক) নৈতিক (খ) অর্থনৈতিক (গ) রাজনৈতিক (ঘ) সামাজিক

০২। মূল্যবোধের উৎস কোনটি? [৪৫তম বিসিএস]
(ক) ধর্ম (খ) সমাজ (গ) নৈতিক চেতনা (ঘ) রাষ্ট্র

০৩। যে গুণের মাধ্যমে মানুষ 'ভুল' ও 'শুদ্ধ'- এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে, তা হচ্ছে- [৪৪তম বিসিএস]
(ক) সততা (খ) সদাচার (গ) কর্তব্যবোধ (ঘ) মূল্যবোধ

০৪। প্রাথমিকভাবে একজন মানুষের মানবীয় গুণাবলি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে- [৪৪তম বিসিএস]
(ক) সমাজে বসবাসের মাধ্যমে (খ) বিদ্যালয়ে (গ) পরিবারে (ঘ) রাষ্ট্রের মাধ্যমে

০৫। নৈতিক মূল্যবোধের উৎস কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) সমাজ (খ) নৈতিক চেতনা (গ) রাষ্ট্র (ঘ) ধর্ম

০৬। মূল্যবোধ দৃঢ় হয়– [৪১তম বিসিএস]
(ক) শিক্ষার মাধ্যমে (খ) সুশাসনের মাধ্যমে (গ) ধর্মের মাধ্যমে (ঘ) গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে

০৭। কোন মূল্যবোধ রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত? [৪১তম বিসিএস]
(ক) সামাজিক মূল্যবোধ (খ) ইতিবাচক মূল্যবোধ (গ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ (ঘ) নৈতিক মূল্যবোধ

০৮। মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো- [৪১তম বিসিএস]
(ক) বিভিন্নতা (খ) পরিবর্তনশীলতা (গ) আপেক্ষিকতা (ঘ) উপরের সবগুলো

০৯। মূল্যবোধ হলো– [৪০তম ও ৩৫তম বিসিএস]
(ক) মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ (খ) মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড
(গ) সমাজজীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় উপাদান (ঘ) মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলির দিক নির্দেশনা

১০। মূল্যবোধের চালিকা শক্তি হলো- [৪০তম বিসিএস]
(ক) উন্নয়ন (খ) গণতন্ত্র (গ) সংস্কৃতি (ঘ) সুশাসন

১১। 'আমরা যে সমাজেই বসবাস করি না কেন, আমরা সকলেই ভালো নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশা করি'। এটি– [৪০তম বিসিএস]
(ক) নৈতিক অনুশাসন (খ) আইনের অধ্যাদেশ
(গ) আইনের শাসন (ঘ) রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুশাসন

১২। মূল্যবোধ পরীক্ষা করে– [৩৮তম বিসিএস]
(ক) ভাল ও মন্দ (খ) ন্যায় ও অন্যায় (গ) নৈতিকতা ও অনৈতিকতা (ঘ) উপরের সবগুলো

১৩। ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে- [৩৮তম বিসিএস]
(ক) সুশাসনের শিক্ষা থেকে (খ) আইনের শিক্ষা থেকে (গ) মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে (ঘ) কর্তব্যবোধ থেকে

১৪। নিচের কোনটি সংস্কৃতির উপাদান নয়? [৩৮তম বিসিএস]
(ক) আইন (খ) প্রতীক (গ) ভাষা (ঘ) মূল্যবোধ

১৫। আমাদের চিরন্তন মূল্যবোধ কোনটি? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) সত্য ও ন্যায় (খ) সার্থকতা (গ) শঠতা (ঘ) অসহিষ্ণুতা

১৬। ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে- [৩৬তম বিসিএস]
(ক) সামাজিক মূল্যবোধকে (খ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে (গ) ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে (ঘ) স্বাধীনতার মূল্যবোধকে

১৭। মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে– [৩৬তম বিসিএস]
(ক) দুর্নীতি রোধ করা (খ) সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা
(গ) রাজনৈতিক অবক্ষয় রোধ করা (ঘ) সাংস্কৃতিক অবরোধ রক্ষণ করা

১৮। একজন জনপ্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হলো- [৩৬তম বিসিএস]
(ক) স্বাধীনতা (খ) ক্ষমতা (গ) কর্মদক্ষতা (ঘ) জনকল্যাণ

১৯। সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি কী? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) আইনের শাসন (খ) নৈতিকতা (গ) সাম্য (ঘ) উপরের সবগুলো

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	ক	০৬	ক	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	গ
১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ঘ		

২.১ মূল্যবোধের ধারণা ও সংজ্ঞা

মূল্যবোধ হলো মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড। যে সকল চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ধ্যানধারণা ও সংকল্প মানুষের সার্বিক আচারব্যবহার ও কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, তাদের সমষ্টিগত রূপকেই মূল্যবোধ বলা হয়। মূল্যবোধ মানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিকতা-অনৈতিকতা ইত্যাদি পরীক্ষা করে থাকে।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত মূল্যবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা

এম. ডব্লিউ. পামফ্রে	"মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশ।"
স্টুয়ার্ট সি. ডড	"সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে আশা করে এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।"
এম. আর. উইলিয়াম	"মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড। এর আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই মানদণ্ডে সমাজে মানুষের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়।"
জেন লেন্নন	"সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কোনো স্থান বা এলাকার ধর্মীয়, ঐতিহ্যপূর্ণ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা জাতীয় গুণাবলিকে বোঝায়, যা ঐ স্থানের অধিকাংশ বা স্বল্পসংখ্যক লোক পালন করেন।"

সুতরাং সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সমষ্টি, যা সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে এবং সমাজ জীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতাবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি সুকুমারবৃত্তি বা মানবীয় গুণাবলির সমষ্টি।

উত্তরণ Brief

- সমাজের ভালো-মন্দের মানদণ্ড বলা হয় – মূল্যবোধকে।
- মূল্যবোধের চালিকাশক্তি হলো – সংস্কৃতি।
- মানুষের চিরন্তন মূল্যবোধ হলো – সত্য ও ন্যায়।
- মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত করে- নীতিশাস্ত্র বা নৈতিকতা।
- মূল্যবোধের ধারণাটি সম্পর্কিত – অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে।

২.২ মূল্যবোধের উৎস, বৈশিষ্ট্যাবলি, উপাদান ও শ্রেণিবিভাগ

মূল্যবোধ একটি অর্জিত বিষয়, যা কোনো সমাজে দীর্ঘ সময় বসবাসের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির মধ্যে গড়ে উঠে। কোনো ব্যক্তির মূল্যবোধ নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সমাজের বিভিন্ন উপাদানের উপর – প্রথা, আচার, রীতি-নীতি, ধর্ম, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

মূল্যবোধের উৎস

০১ **পরিবার:** একটি শিশু তার পরিবার থেকেই প্রথম মূল্যবোধের শিক্ষা গ্রহণ করে। পিতামাতা বা অভিভাবকেরা যেভাবে তাদের সন্তানদের লালন-পালন করে, শিক্ষিত করে, তার আলোকেই শিশুদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে এবং মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

০২ **সমাজ:** পরিবারের পরে, সমাজ একজন ব্যক্তির মূল্যবোধের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি শিশু বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিষ্টাচার এবং শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা অর্জন করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও, সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী যেমন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো একজন ব্যক্তির মূল্যবোধের সামগ্রিক চিত্রকে প্রভাবিত করে। প্রতিটি সমাজের ভালো-মন্দের যে আচরণকে মানদণ্ড নির্বাচিত করা হয় তার ভিত্তিতেই মানুষের বিচারশক্তি পরিচালিত হয়।

০৩ **ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলি:** একজন ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা এবং শিক্ষার স্তরের মতো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলো তার মূল্যবোধকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একজন বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিত ব্যক্তির তুলনায় তুলনামূলকভাবে দ্রুত সামাজিক এবং আনুষঙ্গিক মূল্যবোধ আয়ত্ত করতে পারে।

০৪ **সংস্কৃতি:** মূল্যবোধের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হলো সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ যেমন আদর্শ, বিশ্বাস বিভিন্নভাবে একজন ব্যক্তির মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে।

০৫ **ধর্ম:** ধর্ম হলো এমন এক ধরনের মূল্যবোধ নির্দেশক উপকরণ যা একজন ব্যক্তির প্রাত্যহিক আচরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে। ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষকে কোনটা ভালো বা কোনটা খারাপ তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।

০৬ **অভিজ্ঞতা:** মানুষ তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, কখনও কখনও অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা অর্জন করে। একজন ব্যক্তি তার জীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে যে মূল্যবোধগুলো শেখে তা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সেগুলো পরিবর্তন করা কঠিন।

০৭ **রীতি-নীতি ও আইনকানুন:** সামাজিক রীতি-নীতি ও আইনকানুনগুলো প্রত্যক্ষভাবে মানুষের মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই রীতি-নীতি বিরুদ্ধ ও আইন অসিদ্ধ কাজগুলো করতে উৎসাহহীন হয়।

এছাড়াও মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পেছনে যেসব সহায়ক হিসেবে কাজ করে তা হলো:

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- সংবিধান
- সামাজিক শিক্ষা
- নীতি বোধের চর্চা
- সামাজিক সংগঠন
- সামাজিক প্রতিষ্ঠান
- সভা-সমিতি
- সামাজিক ন্যায়বিচার
- আইনের শাসন
- নাগরিক চেতনা
- সামাজিক অনুষ্ঠান

মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্যাবলি

সামাজিক মূল্যবোধের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে উপাদানগুলো মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদান বলে স্বীকার করা হয়, নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

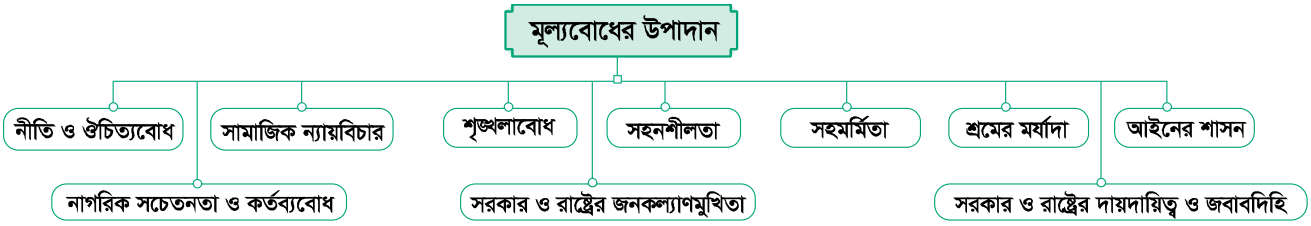

মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ

যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচারব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাকেই আমরা সাধারণত মূল্যবোধ বলে থাকি। মূল্যবোধ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ:

সামাজিক মূল্যবোধ

যে চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাই সামাজিক মূল্যবোধ। ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও শিষ্টাচার সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি সমাজের ভালো-মন্দের যে মানদণ্ড থাকে তার ভিত্তিতেই মানুষের বিচার পরিচালিত হয়। সমাজে দীর্ঘদিন বসবাসের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন উপাদানের সাথে মিশে সামষ্টিক মূল্যবোধ গড়ে তুলে। এজন্য নৈতিক মূল্যবোধ বা মূল্যবোধের উৎস হিসেবে সমাজকে চিহ্নিত করা হয়। সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষাগুলো সার্বজনীন। উদাহরণ: বড়দের সম্মান, সহনশীলতা, আতিথেয়তা, সহমর্মিতাবোধ, দানশীলতা ও সৌজন্যবোধ।

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ

আধুনিক বিশ্ব সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় ব্যক্তিগত মূল্যবোধের ওপর। এটি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে লালন করে। এটি ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে তার নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ, যা ব্যক্তির রুচি, বিশ্বাস, মনোভাব, ধারণা ও নীতি-নৈতিকতা থেকে সৃষ্টি হয়। প্রতিটি শিশুই ব্যক্তিগত মূল্যবোধ নিয়ে জন্মায় এবং পরিবার থেকেই সে এই ধরনের মূল্যবোধের শিক্ষা পায়। ব্যক্তির ব্যক্তিজীবন তার মূল্যবোধ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণ: ব্যক্তির রুচি, বিশ্বাস ও ধারণা।

এছাড়াও আরো কিছু মূল্যবোধের আলোচনা নিম্নে দেওয়া হলো:

শ্রেণিবিভাগ	সংজ্ঞা	উদাহরণ
রাজনৈতিক মূল্যবোধ	যে চিন্তাভাবনা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের রাজনৈতিক আচারব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে তার সমষ্টিকে রাজনৈতিক মূল্যবোধ বলে।	▪ রাজনৈতিক সততা, শিষ্টাচার, সহনশীলতা ও জবাবদিহি; ▪ সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের সহিষ্ণু আচরণ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন; ▪ বিরোধী মতামত প্রচার ও প্রসারের সুযোগ দেয়া; ▪ নির্বাচনে জয়-পরাজয় মেনে নেয়া; আইনসভাকে কার্যকর হতে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া।
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ	একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেসব চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের গণতান্ত্রিক আচারব্যবহার ও দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলে।	▪ অন্যের মতামত ও মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া; ▪ গঠনমূলক সমালোচনা করার মানসিকতা গড়ে তোলা; ▪ শৃঙ্খলাবোধ ও দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া; ▪ হরতাল-ধর্মঘট না করে আইনসভা বা সংসদে সমস্যা সমাধান করা।
ধর্মীয় মূল্যবোধ	যে সব ধর্মীয় অনুশাসন, আচার-আচরণ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলে।	▪ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন; ▪ অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম পালন ও প্রচারে বাধা না দেয়া; ▪ রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা প্রদান না করা।
সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ	যে সব চিন্তাভাবনা, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সাংস্কৃতিক আচারব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বলে।	সমাজে বসবাসকারী হরেক রকমের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, আচারব্যবহার সম্পন্ন মানুষদের কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং অপসংস্কৃতি থেকে বিরত থাকা।

শ্রেণিবিভাগ	সংজ্ঞা	উদাহরণ
নৈতিক মূল্যবোধ	নীতি ও উচিত-অনুচিত বোধ অর্থাৎ নৈতিক চেতনা হলো নৈতিক মূল্যবোধের উৎস। নৈতিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব মনোভাব এবং আচরণ যা মানুষ সবসময় ভালো, কল্যাণকর ও অপরিহার্য বিবেচনা করে মানসিকভাবে তৃপ্তিবোধ করে।	▪ সত্যকে সমর্থন করা; ▪ মিথ্যাকে প্রতিরোধ করা; ▪ অন্যায় করা থেকে নিজে বিরত থাকা ও অন্যকে বিরত থাকতে বলা; ▪ দুস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং ঋণ দিয়ে সাহায্য করা।
অর্থনৈতিক মূল্যবোধ	মানুষ যেসব অর্থনৈতিক রীতিনীতি মেনে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে তাকে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ বলে।	বিধি-নিষেধ, রীতিনীতি ও আদর্শ মেনে আর্থিক লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কারখানায় উৎপাদন ও বিপণন পরিচালনা করাই হলো অর্থনৈতিক মূল্যবোধ।
আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ	মানুষের জন্মগত ও সহজাত মূল্যবোধই হলো আধ্যাত্মিক বা আত্মিক মূল্যবোধ।	▪ সৎভাবে জীবনযাপন করতে চাওয়া; ▪ মিথ্যাবাদী ও অসৎ মানুষকে ঘৃণা করা; ▪ ভালো কাজ করতে পারলে স্বস্তি লাভ করা।
আধুনিক মূল্যবোধ	সমাজ সর্বদা পরিবর্তনশীল। আর এ পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে। এজন্যই অতীতের অনেক মূল্যবোধই এখন অর্থহীন হয়ে পড়েছে।	অতীতে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল, এখন মানুষ বাল্যবিবাহকে অপছন্দ করে। রাষ্ট্র আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করে দিয়েছে। অতীতে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা, সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এগুলো আজ আর নেই।

উত্তরণ Brief

- ইতিবাচক মূল্যবোধ– যে মূল্যবোধ রাষ্ট্র সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত।
- সামাজিক মূল্যবোধ– শিষ্ঠাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলা সৌজন্যবোধের সমষ্টি।
- রাজনৈতিক মূল্যবোধ– পরমতসহিষ্ণুতা, রাজনৈতিক সততা, জবাবদিহির মানসিকতা, সহনশীলতা।
- সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি– আইনের শাসন, নৈতিকতা, সাম্য।
- নৈতিক মূল্যবোধ– সত্যকে সমর্থন করা, মিথ্যাকে প্রতিরোধ করা।
- একজন জনপ্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ – জনকল্যাণ।
- সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি হলো – সমাজ।
- মানুষের আচরণের মাপকাঠি হলো – মূল্যবোধ।
- আমরা যে সমাজেই বসবাস করি না কেন, আমরা সকলেই ভালো নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশা করি- রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুশাসন।

২.৩ মূল্যবোধের গুরুত্ব, প্রভাব ও শিক্ষা

ব্যক্তির নাগরিক জীবনে মূল্যবোধের গুরুত্ব

১. মূল্যবোধ একজন মানুষকে তার থেকে ভিন্নতর সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানবগোষ্ঠীগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শেখায় এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সাহায্য করে।
২. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজীবনের সকল সমস্যা বিশ্লেষণ করে তা সমাধান করার সৃজনশীল ও সুবিন্যস্ত উপায় খুঁজে বের করতে সহায়তা করে।
৩. বৃহৎ স্বার্থে এবং বৈশ্বিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য যৌথভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।
৪. পারস্পরিক মর্যাদা প্রদান, ন্যায়বিচার, সাম্যের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জাগ্রত করে এবং বৈশ্বিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি তৈরি করতে সাহায্য করে।
৫. একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দেয় এবং মিথস্ক্রিয়া তৈরি করে।

সমাজ ও জাতীয় আদর্শ গঠনে মূল্যবোধের গুরুত্ব

যে সমাজ ও রাষ্ট্রে মূল্যবোধের ধারণা যত বেশি উন্নত, সে সমাজ ও রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত ও প্রগতিশীল। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মূল্যবোধের গুরুত্ব নিম্নরূপ:

- জাতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তি।
- সামাজিক বন্ধন ও জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করে।
- শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করে।
- দেশাত্মবোধ ও জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি।
- জবাবদিহির মানসিকতা/ দায়িত্বশীল আচরণ।
- উদারতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়।

জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধের প্রভাব

- সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও মানবীয় গুণাবলির বিকাশ।
- নাগরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রতকরণ।
- নৈতিকতার বিকাশ।
- সামাজিক ঐক্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।
- রাষ্ট্রীয় জীবনে জনগণের অংশগ্রহণ।
- জাতীয় সত্তার বিকাশ ।
- রাষ্ট্রীয় জীবনে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ।

মূল্যবোধ শিক্ষা

যে শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতাবোধ, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ প্রভৃতি সুকুমারবৃত্তি অর্জন করে, তাকে বলা হয়- মূল্যবোধ শিক্ষা।

- মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করা যায় – শিক্ষার মাধ্যমে।
- মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো– সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা।
- মূল্যবোধ শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জাগ্রত করতে হবে – বিবেক।

উত্তরণ Brief

- Empathy মানে হলো – সহমর্মিতা।
- মূল্যবোধ গড়ে ওঠে – দীর্ঘদিনের আচার-আচরণ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে।
- মূল্যবোধ পরিবর্তন করতে সহায়তা করে – বয়স ও সময়।
- মানুষের ভালো-মন্দ বিচার করার ভিত্তি হলো – মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধ অনুমোদিত হয় – সমাজের বৃহৎ অংশের দ্বারা।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রধান উপাদান – পরমতসহিষ্ণুতা ও আইনের শাসন।

২.৪ সংস্কৃতি, আইনের সংজ্ঞা ও ধারণা

সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও ধরন

মানুষের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, নীতিবোধ ইত্যাদির সমষ্টিই সংস্কৃতি। ইংরেজি Culture শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'সংস্কৃতি' যা ল্যাটিন শব্দ 'Cultura' থেকে এসেছে, যাকে এক কথায় কর্ষণ বা চাষ করা বোঝায়। অর্থাৎ মানসিক, বুদ্ধিভিত্তিক এবং দৈহিক চাহিদা পূরণের জন্য চর্চার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুর নির্যাসই হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মূল্যবোধের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই.বি টেইলর	"সংস্কৃতি হলো সমাজস্থ মানুষের সমগ্র জীবন প্রণালি।" "সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, রীতিনীতি এবং অন্য যেকোনো দক্ষতা ও অভ্যাসের জটিল সমষ্টি"
Jones	"মানুষ তার চলার পথে জীবিকা নির্বাহের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করে তা-ই সংস্কৃতি"। (Culture is the sum total of man's creation.)
Samuel Koenig	"মানুষ তার চারপাশের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যে প্রচেষ্টা চালায় এবং তার জীবনমান বৃদ্ধিতে যত কাজ করে তার সমষ্টিই হলো সংস্কৃতি"।

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মানুষের সামগ্রিক কার্যাবলি যা সে তার জীবন ধারণের জন্য করে থাকে তাকে সংস্কৃতি বলে।

সংস্কৃতির ধরন	ক. বস্তুগত সংস্কৃতি: যেগুলো ধরা যায়, স্পর্শ করা যায় এবং দেখা যায় তাকে বস্তুগত সংস্কৃতি বলে। যেমন: ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পোশাক, বাসন বা তৈজসপত্র, ইত্যাদি।	খ. অবস্তুগত সংস্কৃতি: যেগুলো স্পর্শ করা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায় সেগুলোকে অবস্তুগত সংস্কৃতি বলে। যেমন: চিন্তাভাবনা, রীতিনীতি, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, নীতিবোধ, ভাষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, আইন, আদর্শ, মূল্যবোধ, প্রথা, অভ্যাস, বিশ্বাস ইত্যাদি।

সংস্কৃতির উপাদান	১. প্রতীক বা সংকেতসমূহ, ২. ভাষা, ৩. আচরণবিধি (Norms), ৪. আচার-অনুষ্ঠান (Rituals), ৫. পরিবর্তিত আচরণবিধি ও বিশ্বাস, ৬. মূল্যবোধ (Values), ৭. নৈতিকতা (Ethics), ৮. হস্তশিল্প (Artifacts)

নৃবিজ্ঞানী ক্লার্ক উইজলার সংস্কৃতির কতকগুলো উপাদানের কথা বলেছেন। যথা:

(১) ভাষা (২) বস্তুগত বৈশিষ্ট্য (৩) শিল্পকলা (৪) পৌরাণিক কাহিনি ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান
(৫) ধর্মীয় আচার-আচরণ (৬) পরিবার এবং সামাজিক ব্যবস্থা (৭) সম্পত্তি (৮) সরকার (৯) যুদ্ধ

আইনের ধারণা ও সংজ্ঞা

আইনের সাধারণ অর্থ হলো নিয়মকানুন বা বিধি-বিধান। আইন শব্দটি একটি ফারসি শব্দ। যার অর্থ সুনির্দিষ্ট নীতি বা নিয়ম। আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Law। যার আভিধানিক উৎপত্তি টিউটনিক মূল শব্দ lag থেকে। Law শব্দের অর্থ স্থির বা অপরিবর্তনীয় এবং সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় এক নিয়মের রাজত্ব বিদ্যমান। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানোর সাধ্য কারও নেই। সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সুষ্ঠু-রাষ্ট্রীয় জীবনযাপনের জন্য মানুষকে কিছু কিছু বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় এসব বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-কানুনকে আইন বলে।

মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত এমন নিয়ম কানুন ও বিধিবিধানকেই সাধারণ অর্থে আইন বলে অভিহিত করা হয়। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যেসব বিধি-বিধান মেনে চলে সেগুলোকে সামাজিক আইন বলা যায়। প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলি যে আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে বলা চলে প্রাকৃতিক আইন।

আইনের এ সাধারণ অর্থ ছাড়াও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করা হয়। কোনো সংগঠিত সমাজে মানুষের আচার-আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট ও স্বীকৃত বিধি-বিধানকেও আইন বলে অভিহিত করা হয়। একে রাষ্ট্রীয় আইনও বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় আইন ও অন্য কোনো প্রকার আইনের মধ্যে পার্থক্য এখানেই যে, প্রথমে এটি মান্য করা না হলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বল প্রয়োগের মাধ্যমে মান্য করতে জনগণকে বাধ্য করতে পারে। আইন লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত আইনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বল প্রয়োগ করা যায় না।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা

অ্যারিস্টটল (Aristotle)	'যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন' (Law is the passionless reason)
টমাস হবস (Tomas Hobbes)	'জনগণের ভবিষ্যৎ কার্যাবলি নির্দিষ্ট করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ যে আদেশ প্রদান করে তাই আইন'।
অধ্যাপক হল্যান্ড (Prof. Holland)	'আইন হচ্ছে সেই সাধারণ নিয়ম যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যা প্রয়োগ করেন।
উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson)	'আইন হলো মানুষের স্থায়ী আচারব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ যা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে। যার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে'।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে আইনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়ে উঠে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই আইন প্রযোজ্য। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আইন সমভাবে প্রযোজ্য। আইন মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি অনুমোদিত ও স্বীকৃত। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আইন অর্থবহ হয়ে উঠে। এছাড়াও আইন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সমভাবে সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সর্বোপরি, অবশ্য পালনীয়। সকল নাগরিককেই আইন মেনে চলতে হয়। আইনের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, এর ফলে সভ্য ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, আইনের উৎস ৬টি। যথা:

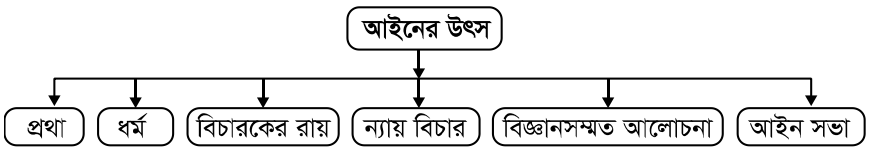

ওপেনহেইমার উপর্যুক্ত ৬টি উৎস ছাড়াও জনমতকেও আইনের উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আইনের শাসন

ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার রক্ষার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। আইনের শাসন গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত।

এ. ভি. ডাইসি (A. V. Dicey)-এর মতে–

নমুনা প্রিলি প্রশ্ন

০১। মূল্যবোধ সুদৃঢ় করা যায় কোনটির মাধ্যমে?
(ক) নিয়ম কানুনের বাধ্যবাধকতা (খ) আইনকানুন (গ) শিক্ষা (ঘ) স্বাধীনতা

০২। সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি হলো-
(ক) পরিবার (খ) সমাজ (গ) রাষ্ট্র (ঘ) শিক্ষা

০৩। মানুষের আচরণের সামাজিক মাপকাঠি কোনটি?
(ক) ন্যায়পরায়ণতা (খ) মূল্যবোধ (গ) সহনশীলতা (ঘ) সহমর্মিতা

০৪। মূল্যবোধ শিক্ষা যে সত্তার বিকাশ সাধন করে সুশাসনের পথ প্রশস্ত করে-
(ক) ব্যক্তিসত্তার বিকাশ (খ) মেধার বিকাশ (গ) নৈতিকতার বিকাশ (ঘ) কোনোটিই নয়

০৫। "মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশ" উক্তিটি কার?
(ক) নিকোলাস রেসার (খ) এম. ডব্লিউ. পামফ্রে (গ) এম.আর উইলিয়াম (ঘ) স্টুয়ার্ট সি. ডড

০৬। মূল্যবোধ শিক্ষা কী নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের নেতিবাচক ধ্যানধারণা দূরীভূত করে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে?
(ক) আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ (খ) মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ (গ) সামাজিক অসমতা নিয়ন্ত্রণ (ঘ) সবগুলোই

০৭। মূল্যবোধ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?
(ক) Valuable (খ) Values (গ) Strata (ঘ) Scarsity

০৮। সত্যকে সমর্থন ও মিথ্যার প্রতিবাদ কোন ধরনের মূল্যবোধ?
(ক) ব্যক্তিগত (খ) সামাজিক (গ) নৈতিক (ঘ) রাজনৈতিক

০৯। "মূল্যবোধ হলো সেসব কাজ, অভিজ্ঞতা ও নীতি যা মানুষের শুভবুদ্ধির ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটায়।" বলেছেন-
(ক) গার্নার (খ) ফ্রাঙ্কেল (গ) বিক (ঘ) এফ.আই গ্লাউড

১০। কোনটিকে সমাজের ভালো-মন্দের মানদণ্ড বলা হয়?
(ক) সাম্য (খ) স্বাধীনতা (গ) মূল্যবোধ (ঘ) আইন

১১। মূল্যবোধের চালিকাশক্তি কোনটি?
(ক) সংস্কৃতি (খ) শিক্ষা (গ) নব্য আধুনিকতা (ঘ) শৃঙ্খলাবোধ

১২। সামাজিক মূল্যবোধের অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি কোনটি?
(ক) যৌক্তিকতা (খ) সহনশীলতা (গ) প্রজ্ঞা (ঘ) ব্যক্তিত্ব

১৩। মূল্যবোধের শিক্ষা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করে, ফলে নিশ্চিত হয়-
(ক) সুশাসন (খ) রাজনৈতিক উন্নয়ন (গ) ব্যক্তিগত উন্নয়ন (ঘ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন

১৪। মূল্যবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-
(ক) বিভিন্নতা (খ) আপেক্ষিকতা (গ) আদর্শভিত্তিক ধারণা (ঘ) বিভিন্নতা ও আদর্শভিত্তিক ধারণা

১৫। সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য হলো-
(ক) সামাজিক মানদণ্ড (খ) বিভিন্নতা (গ) পরিবর্তনশীলতা (ঘ) সবগুলো সঠিক

১৬। নিচের কোনটি মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যম নয়?
(ক) পরিবার (খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (গ) খেলাধুলা (ঘ) সমাজ

১৭। কোন বিষয়টিকে মানুষের মূল্যবোধ গঠনের বড় নিয়ামক মনে করা হয়?
(ক) ধর্ম (খ) সংবিধান (গ) সমাজের নেতা (ঘ) রাজনৈতিক নেতা

১৮। কোনটি রাজনৈতিক মূল্যবোধ?
(ক) শ্রমের মর্যাদা (খ) সত্য কথা বলা (গ) আনুগত্য (ঘ) দানশীলতা

১৯। নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাদান নিচের কোনটি?
(ক) পরিবার (খ) রাষ্ট্র (গ) সমাজ (ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২০। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করে কোন ধরনের মূল্যবোধ?
(ক) পেশাগত মূল্যবোধ (খ) ধর্মীয় মূল্যবোধ (গ) সামাজিক মূল্যবোধ (ঘ) ব্যক্তিগত মূল্যবোধ

উত্তরমালা

০১	গ	০২	খ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	খ	০৬	খ	০৭	খ	০৮	গ	০৯	গ	১০	গ
১১	ক	১২	⚽	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ক	২০	ক

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিয় বিসিএস প্রার্থী, উত্তরমালায় কিছু প্রশ্নের উত্তর না দেয়া থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি আপনারা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই সঠিক উত্তরে বৃত্ত ভরাট করতে পারবেন।]